দৈনিক খবর

তারিখ .. 24 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা... ৪ ... কলাম .. ৩ ...

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বখ্যাত পাকিস্তানী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথের বাধাগুলোকে দূর করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আলাপকালে অধ্যাপক সালাম এমন কতগুলো বিষয়কে সামনে তুলে ধরেছেন যার মধ্যে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে।

অধ্যাপক সালাম বলেছেন, বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন অপরিহার্য। জোর দিতে হবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ওপর। পরিবেশের উন্নয়নের জন্য তরুণ বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রফেসর আব্দুস সালাম আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, 'বিশ্বের কোন্ দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা খাতে কত অর্থ ব্যয় করে তার পরিসংখ্যান আমার কাছে আছে। আমি দেখেছি তাদের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় অনেক। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না।' তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালামের উল্লেখিত কথাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের মতো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ অনুন্নত দেশের উন্নয়নের বাধাগুলোকে দূর করার জন্য মৌলিক দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্র কর্ণধাররা তাঁর এ উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করে তদনুযায়ী সরকারী নীতির পুনর্বিন্যাস করতে পারলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হবে।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অধ্যাপক সালাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কেননা এদেশের সীমিত সম্পদকে শিক্ষার প্রসার এবং দারিদ্র্য নিরসনের কাজে ব্যয় করা হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু আমাদের বাজেটের সিংহভাগ অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়িত হওয়ায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কাংখিত উন্নয়ন ও প্রসার ঘটাতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দেশ ক্রমাগত বিদেশী ঋণ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। সামনে এগিয়ে যাওয়া দূরের কথা, দেশ আরো পিছিয়ে পড়ছে। উন্নয়নে অগ্রগতি মন্থর হওয়ায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এ শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন ও প্রসারকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারী নীতির পুনর্বিন্যাস সাধন জরুরী হয়ে পড়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা সৃষ্টি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে সব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতি হাসিল করেছে তাদের জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি সহজাত আগ্রহ সব সময়েই ছিল এবং এখনও আছে। আমাদের দেশেও জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেরানী সৃষ্টির সাবেকী শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো আবশ্যকতাই আজ আর নেই। কেউ ভালো ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারে কি-না, সেটা একটা স্বাধীন দেশের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়। বর্তমান সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রীকে ইংরেজী শিক্ষার নিম্নমান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মন্ত্রী মহোদয়রা যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পথের বাধাগুলোকে দূর করাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য কাজ করেন তাহলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে।

সারেক বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসনামলে ভালো কেরানী ও দক্ষ আমলা সৃষ্টির জন্য ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন ছিল যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি। কিন্তু স্বাধীনতার পর ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী কেরানী ও আমলার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। এখন কেরানী ও আমলা সৃষ্টির চাইতে দক্ষ ম্যানেজার, চৌকস ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রতিভাবান বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে পারলেই সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। গবেষণা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পেছনে বিনিয়োগ করতে হবে। কেরানী ও আমলা সৃষ্টির সাবেকী মন-মানসিকতা পরিহার করে দক্ষ ম্যানেজার ও চৌকস প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী সৃষ্টি করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারী নীতির পুনর্বিন্যাস সাধন জরুরী হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম এ কথাটাই আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন।